মাইজভাণ্ডারী সেমিনার- ০৫
তারিখ:- ১৮/০৯/২০১২

স্থান ঃ- খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া (মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ)
৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড নং-০৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধ শিরোনাম

মাইজভাণ্ডারী তরিকায় ঐশী প্রেম সাধনা

রচনা

শায়খ মুহাম্মদ মুহি উদ্দীন আযহারী

প্রধান, পোর্টস মাউথ ইসলামিক সেন্টার, ইউ.কে
খতিব, পোর্টস মাউথ জামে মসজিদ, ইউ.কে

আয়োজনে ঃ মাইজভাণ্ডারী ফাউণ্ডেশন

মুদ্রণে : মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী

আল হামদু লিল্লাহ
আসসালাতু আলা রাসুলিল্লাহ

> "গোলাপ নিসৃত নির্যাসকে যেমন আগ্রহী সুধীবৃন্দ শিশি বদ্ধাবস্থায় হেফাজতে রক্ষা করে, তদ্রূপ প্রকৃত ভক্ত মুরিদ পীরের হেদায়তের ধারা খোদায়ী গন্ধকে গোলাপ নির্যাসের মত নিজ হৃদয়ে সযত্নে পোষন করিয়া আল্লাহর প্রেমাগ্নিকে প্রজ্বলিত করে।"
>
> খাদেমুল ফোকরা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ)

ভূমিকা

ইসলাম ধর্মে ঐশী সাধনা ও প্রভুর নৈকট্য লাভের পথ পরিক্রমার এক আবশ্যম্ভাবী অধ্যায় সুফিবাদ। সুফীবাদ চর্চার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বহু তরিকা বিকাশ লাভ করে, যেমনঃ কাদেরীয়া, চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, নকশ্বন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া ইত্যাদি। মাইজভাণ্ডারী তরিকা সুফি সাধনারই এক বিশেষ ধারা। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা শাহ সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) আল্লাহর নৈকট্য লাভের সহজ পন্থা মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তন করেন। মাইজভাণ্ডারী তরিকা কোরআন ও হাদিস ভিত্তিক ইসলামের মৌলিক ভাবাদর্শের অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত একটি তরিকা। এই তরিকা ধর্মীয় এবাদাত পালনের সাথে সাথে নৈতিক পরিশুদ্ধির উপর প্রাধান্য দেয়। ইসলাম ধর্মের চিরন্তন শান্তির বাণীকে ধারন করে, ধর্মের শাশ্বত মানবতার আদর্শকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়েছে এই তরিকার প্রতিটি কর্মকান্ডে।

সামগ্রীকভাবে সূফীবাদ আমাদেরকে ঐশী প্রেম সাধনার দিকে আহবান করে। প্রেমহীন ইবাদাত প্রাণহীন মৃত দেহের ন্যায়। গলিত মৃতদেহ যেমন পরিবেশ নষ্ট করে আশপাশের মানুষের কষ্টের কারণ হয়, তেমনি প্রেমহীন আরাধনা ব্যক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে সবার কষ্ট ও দূর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা যদি আমাদের চারপাশের ঘটনাবলী বিশ্লেষন করি তবে দেখব বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতির দূর্দশা ও কষ্টের পিছনে প্রেমহীন, শুষ্ক-রুক্ষ, কঠোর, মানবতাহীন ইসলামপ্রিয়তাই অনেকাংশে এর কারন। ধর্ম হিসেবে ইসলামের মাঝে অন্যায়ের বিপক্ষে কঠোরতা যেমন আছে তেমনি আছে ঐশী প্রেমরসে সিক্ত মানবতার জয়গান। কোমল ও কঠোরতার মাঝে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পদ্ধতি হিসেবেই ইসলাম ধর্মের মৌলিকত্ব।[১] যখনই এর কোন একটি দিক বাদ দেয়া হয় অথবা কোন একটিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাধান্য দেয়া হয় তখনই এই ধর্মের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য- ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পদ্ধতি- লুপ্ত হয়ে তার সার্বজনীন গ্রহনযোগ্যতা হারানোর সম্ভাবনা দেখা দেয়।

তাসাউফ চর্চার দীর্ঘ ইতিহাসে সূফী সাধকগন যে বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছেন তা হচ্ছে হুব্বে ইলাহী বা ঐশী প্রেম। সব তরিকায় আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার জন্য হুব্বে ইলাহীর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সূফী সাধনার ধারাবাহিকতায় মাইজভাণ্ডারী তরিকায়ও হুব্বে ইলাহীর উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হবে তা স্বাভাবিক। তবে মাইজভাণ্ডারী তরিকার সাধনমার্গে হুব্বে ইলাহীর বিষয়টি চর্চিত হয়েছে অনেকটা কেন্দ্রীয় ভাবধারা হিসেবে।

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিমন্ডলে ইসলামী শরিয়তের প্রায়োগিক শক্তির অভাবে সামষ্টিক দৃষ্টিকোনে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাহীন এই সমাজ ব্যবস্থার যুগে মানুষকে আল্লাহর পথে আহবানের ও এই পথে ধরে রাখার একমাত্র মাধ্যম ও উপায় মানুষের মাঝে ঐশী প্রেমবোধ জাগ্রত করা।[২] উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে যাত্রা শুরু করা মাইজভাণ্ডারী তরিকার সাধনমার্গনে তাই ঐশী প্রেম সাধনাকে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর তাই এই তরিকার অনুসারী সাধক-ভক্তদের আচরন-কথা-জীবনাচারে ঐশী প্রেমের ছাপ যেভাবে তীব্রভাবে প্রকাশিত দেখা যায় অন্যদের ক্ষেত্রে এই তীব্রতা এত প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয় না। অনেক মাইজভাণ্ডারী সাধকের জীবনে ঐশী প্রেমের এই তীব্র প্রকাশ ভঙ্গি অনেক সময় অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষকে মাইজভাণ্ডারী তরিকা ও এর অনুসারীদের সম্পর্কে ভুল ধারনা পোষনে উৎসাহিত করে।

আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলাম ধর্ম নির্দেশিত অবকাঠামোর আলোকে মাইজভাণ্ডারী তরিকায় ঐশী প্রেম সাধনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মাইজভাণ্ডারী তরিকার ঐশী প্রেম সাধনপর্বে ইসলাম ধর্মের বাইরে নতুন কিছু যোগ বা ধর্মের কোন অংশের বিয়োগ হয়নি। ইসলাম ধর্মে ঐশী প্রেম সাধনার যে অবকাঠামোগত দিক নির্দেশনা রয়েছে, সেই অবকাঠামোর বাইরে মাইজভাণ্ডারী তরিকার কোন বিচ্যুতি ঘটেনি। হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) এর বক্তব্যেও একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেন, "ভাব প্রবনতা প্রাধান্য এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অম্বেষনকারীদিগকে রুচী দানের সাহায্যে "মুলতত্ত্ব" নামক একখানা গ্রন্থও রচনা করিয়াছি। কিন্তু মনে করিলাম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের রুচী লাভে সমর্থ হওয়ার জন্য আচার-ধর্মেরও যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে,....।"[৩] মূলতঃ মাইজভাণ্ডারী তরিকায় ঐশী প্রেমের তীব্র প্রকাশ ভঙ্গির প্রধান অনুঘটক হিসেবে এই তরিকার পথ প্রদর্শক গাউছুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর বেলায়তে আহমদীর প্রভাবই ক্রিয়াশীল।

মাইজভাণ্ডারী তরিকায় ঐশী প্রেম সাধনাপর্বে মাইজভাণ্ডারী অধ্যাত্ম সংগীত এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। এই গানগুলো প্রধান ব্যক্তিত্ব গাউছুল আজম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর লিখিত নয়। এই গানগুলোর বড় অংশই আশেক-ভক্তদের লেখা। তারা গানে গানে আপন মুর্শিদের প্রতি তাদের রুহানী প্রেম নিবেদন করেন। মাইজভাণ্ডারী ভক্ত-আশেকগন মুর্শিদকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রধান ওসিলা হিসেবে বিশ্বাস করে। তাই এই গানগুলোতে সরাসরি আল্লাহর প্রেমের কথা যতটুকু না এসেছে তার চাইতে বেশি এসেছে মুর্শিদের প্রেম ও ভক্তির কথা। এই মুর্শিদের প্রেম ও ভালবাসা খোদাপ্রেমেরই অংশ। এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহনের প্রথম ধাপ।

ঈমানের দর্পনে ঐশী প্রেমের স্বরূপ

সত্যিকার খোদাপ্রেমের মানে হচ্ছে প্রেমাস্পদকে সকল কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেয়া। আর এই ভালবাসা ঈমান বা বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। এই ঐশী ভালবাসার গভীরতা ঈমানের দৃঢ়তা ও অবস্থান ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন, "যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর জন্য তাদের ভালবাসা দৃঢ়তর।"[৪]

এই আয়াতের মর্মে আমরা বুঝতে পারি যে ঐশী প্রেমের মাঝেও স্তরভেদ রয়েছে এবং এই প্রেম-স্তরের উৎস ঈমানের দৃঢ়তার স্তরভেদ। একইসাথে ঈমান ও ঐশীপ্রেমের মাঝে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথাও আমরা অনুধাবন করতে পারি। মাওলানা আবদুল গণি (রহঃ) বলেন,

গাউছধনের প্রেম সাগরে- ঈমান রত্ন ভেসে যায়।
ধনী হতে সাধ থাকে যার- হঠাৎ করে নিতে আয়।।

সে সকলের শিরোমনি-প্রেমাকাশে দিন মণি।
ঈমান জ্যোতে করে ধনী যে মিশে সে নূরী পায়।।[৫]

ঈমান ও ভালবাসা একই সূত্রে গাঁথা। এবং পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এক হাদীসে এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আল্লাহ তায়ালা যাকে ভালবাসেন এবং যাকে ভালবাসেন না- উভয়কেই দুনিয়া দেন। কিন্তু ঈমান কেবল তাকেই দেন, যাকে তিনি ভালবাসেন।[৬]

যখন বান্দার ঈমান 'ঈমানে তাকলীদি' পর্যায়ে থাকে এবং ঈমান অন্তরের বহিরাঙ্গনে অবস্থান করে তখন সেই সাধকের মুহাব্বতও প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে। হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) এই পর্যায়ে সাধকের অধ্যাত্মকে 'লাওয়ামা' স্তর হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই পর্যায়ের ভালবাসাকে সূফীদের পরিভাষায় 'মুহাব্বাতুল আম্মা' বা 'সাধারণ ভালবাসা' হিসেবে অভিহিত করা হয়। বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালা প্রতিনিয়ত যে দয়া ও রহমত করেন তা এই সাধারণ ভালবাসার উৎস। হযরত রাসুল (সাঃ) বলেন, "আল্লাহ তায়ালা যেহেতু প্রতি সকালে তোমাদেরকে নিজের নেয়ামতে ভূষিত করেন তাই আল্লাহকে তোমরা ভালবাস"।[৭]

---

[৩] মুসলিম আচার ধর্ম, ভূমিকাংশ

[৪] সূরা বাকারা, ১৬৫ (والذين آمنوا أشد حبا لله)

[৫] রত্নভাণ্ডার ১ম খন্ড, গান নং ৪০।

[৬] মুসান্নাফ আবি শায়বা, খন্ড: ৭ পৃ: ১০৫ ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الايمان الا من يحب

বান্দার ঈমান অধ্যাত্ম সাধনার পথ পরিক্রমায় তাকলীদির পর্যায় থেকে ঈমানে তাহকীকির পর্যায়ে উন্নীত হয়। এই স্তরে ঈমান সাধকের অন্তরের অন্দরে প্রবেশে সমর্থ হয়। বান্দা তখন তার অন্তর্জ্যোতি দ্বারা খোদায়ী সিফাত অবলোকনের সামর্থ্য অর্জন করে। হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) এই পর্যায়ের ঐশী প্রেমের প্রভাবকে 'বেপরওয়া ও নিশ্চিন্তভাব' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বাস্তবিকই যার অন্তরের হেজাবে জোলমানী উন্মোচিত হয়েছে; যিনি অন্তর্জ্যোতি দ্বারা খোদায়ী সিফাত ও রহস্যাবলী অবলোকনে সমর্থ; যার নিজস্ব কোন এরাদা বা চাহিদা নেই, তিনিতো খোদায়ী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিশ্চিন্ত ও বেপরওয়া হবেনই। দুনিয়ার কোন শক্তিকে তার পরওয়া করার প্রয়োজন নেই। বরং পার্থিব শক্তিই তার অনুগামী ও বাধ্যগত হয়ে থাকে। এই বেপরওয়া ভাবের কথা; দৃঢ় ঈমানের জয়গান মাইজভাণ্ডারী সাধক গায়কের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

গাউছ ধনের চরণ ধুলা, যে করেছে শিরধার।
কোটি কোটি শত্রু দলে; কি করিতে পারে তার।।
ত্রিজগতে নাহি ভয়, যথা তথা পাবে জয়।
যার হৃদে প্রবেশিছে, প্রেম শাহা মাইজভাণ্ডার।।[৮]

বান্দা যখন চাহিদা শুন্য হয়; সকল কিছুর উপর আপন প্রভুকে প্রাধান্য দেয়ার শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করে, তখন বান্দা খোদাপ্রেমের শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছার পথের দিশা লাভ করে। এই পর্যায়ে সাধকের ভালবাসা বা প্রেমের পরশ অনুভব করারও শক্তি থাকেনা। খোদার স্মরণে প্রেম-বিভোর চিন্তায় তার সময় অতিবাহিত হয়। তার ঈমান তখন হক্কুল ইয়াকিনের পর্যায়ে উন্নীত হয়।[৯]

ভালবাসার উৎস

ভালবাসা একমাত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা একমাত্র মানুষের মাঝেই দান করেছেন স্বাধীনভাবে ভালবাসা ও ঘৃণা করার ক্ষমতা। মানুষ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টির স্বাধীনভাবে ভালবাসার বা ঘৃণা করার ক্ষমতা নেই। অন্যান্য প্রাণীর পছন্দ অপছন্দ আছে। তবে সেটা প্রেম-ভালবাসা নয়। ফেরেশতারাও ভালবাসেন; ঘৃণা করেন। তবে তাদের এই ভালবাসায় ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই। তারা রবোটের মতো পূর্ব নির্ধারিত ও সেট করা প্রোগ্রাম অনুযায়ী ভালবাসেন। পূন্যাত্মাকে ভালবাসতে হবে তাই ভালবাসা; পাপীকে ঘৃণা করতে হবে তাই ঘৃণা করা। এই ভালবাসা; এই ঘৃণা স্বকীয় নয়। পূর্ব নির্ধারিত নিয়মের অধীন। একমাত্র মানুষেরই ক্ষমতা আছে যাকে ভালবাসা দরকার তাকে ঘৃণা করতে, আর যাকে ঘৃণা করা দরকার তাকে ভালবাসতে। তাই মানুষের ভালবাসার বৈশিষ্ট্য অনুপম; স্বয়ং স্রষ্টা তার ভালবাসার অনুরাগী। তার ভালবাসা পেলে আল্লাহ খুশী হন। আর না পেলে নারাজ হন।

মানুষ তাকেই ভালবাসে যাকে সে চেনে। যাকে সে জানে। অজানা ও অচেনার প্রতি মানুষের যে আগ্রহ তা কৌতুহল। ভালবাসা বা প্রেম নয়। চেনা ও জানা ছাড়া ভালবাসা হতে পারেনা। এই চেনা ও জানাকে সূফীবাদের ভাষায় মারেফত বলে। এই মারেফত দুর্বল হলে মুহাব্বতও দুর্বল হবে। আর মারেফত যত গভীর হবে মুহাব্বাতও তত দৃঢ় হবে। তাই মারেফাতের নিগুঢ় খনি মাইজভাণ্ডারকে ঐশী প্রেমের বাজার হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

চল গো প্রেম সাধুগণ- প্রেমেরী বাজার
প্রেম হাট বসাইয়াছে- মাইজভাণ্ডার মাঝার।।
সেথা এক মহাজন- নূরে আলম গাউছ ধন।
সাধুগনের প্রাণ হরিয়ে- করেন বেপার।।
প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে- টুটা ফাটা দিল কিনিয়ে।
সেকান্দরী আয়না তাতে- করেন তৈয়ার।

---

[৭] তিরমিযি, খন্ড: ৫ পৃ: ৬৬৪। احبوا الله لما يغذوكم به من نعمه

[৮] রত্ন ভান্ডার ১ম খন্ড, ১৬ নং গান।

[৯] কুওয়াতুল কুলুব, পৃ ৫১, খ:২

ঈমানদার ব্যক্তি যখন তার পরওয়ারদেগার এর মারেফাত অর্জন করে, তখন তাকে ভালবাসে। যখন ভালবাসে তখন তার দিকে মনোযোগী হয়। যখন সে এই মনোযোগের স্বাদ পায়, তখন দুনিয়ার দিকে খাহেশের দৃষ্টিতে তাকায় না। এবং আখেরাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেনা। শারিরীকভাবে এই দুনিয়াতে থাকলেও তার আত্মা থাকে আখেরাতে। না চেনার কারনে আল্লাহর সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যর্থতার কথা মাইজভাণ্ডারী গানে এসেছে অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে।

মোহন মুরতি জন - মোটে না চিনিলি মন।
প্রভু সখা নুরীতন - না চিনিলে নবীধন।।
না চিনিলি আত্ম কর্ত্তা - প্রভু নিরঞ্জন।
না চিনিলি প্রেম ধন - অমুল্য রতন।।
হাদী দুরাচারের মন - না চিনিলি মুর্শিদ ধন।
না ভজিলি মাইজভাণ্ডারী - রসিক সুজন।।[১০]

ঐশী প্রেম ও আনুগত্য

অনেক ক্ষেত্রে ভালবাসার স্বরূপ বর্ণনায় ব্যাখ্যা হিসেবে আনুগত্যের কথা বলা হয়। ভালবাসা ও আনুগত্য এক জিনিস নয়। মূলতঃ আনুগত্য ও অনুসরন ভালবাসার অনুগামী ও প্রেমের ফলাফল। মানুষ কাউকে ভালবাসলে তবেই তার অনুসরন ও আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মানুষের মনে প্রথমে প্রেমবোধ জাগ্রত হয় এবং এর পরবর্তি মনস্তাত্বিক স্তরে প্রেমাস্পদের আনুগত্য ও অনুসরনের ঝোঁক তৈরি হয়। তৎপরবর্তিতে বাস্তব ক্ষেত্রে অনুসরন ও আনুগত্যের প্রকাশ ঘটে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ঈমান ও ভালবাসার মাঝে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন, "হে রাসুল (দঃ) আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবেসে থাক তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।"[১১]

এই আয়াত অনুযায়ী খোদাপ্রেমেই সবকিছুর আরম্ভ আর খোদা প্রেমেই সবকিছুর সমাপ্তি। মধ্যবর্তি স্থানে রাসুল (সাঃ) এর অনুসরন ও আনুগত্য দুই প্রান্তের খোদাপ্রেমের মাঝে যোগসূত্র স্থাপনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। রাসুল (সাঃ) এর আনুগত্য ও অনুসরনের পরিপূর্ণতা ও গ্রহনযোগ্যতা ঈমানের দৃঢ়তা ও শক্তির উপর নির্ভর করে।

এ প্রসঙ্গে হযরত শাহসূফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাঃ) বলেন, "ঈমান ছাড়া ইত্তেবা হয়না। ইত্তেবা ছাড়া মোত্তাবেঈন হওয়া যায়না"। বস্তুতঃ দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তির ভালবাসা দুর্বল হবে এবং এর ফলশ্রুতিতে তার ইত্তেবা ও আনুগত্যও দুর্বল হবে। সবল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তির প্রেমজ শক্তি হবে অতুলনীয় এবং তার আনুগত্যও হবে দৃঢ়তাপূর্ণ ও অত্যন্ত উচ্চমানের। এই দৃঢ় ঈমান ও প্রেম মিশ্রিত ইত্তেবার সিঁড়ি বেয়ে তিনি আল্লাহর ভালবাসা অর্জনে সমর্থ হন।

রাসুলের (সাঃ) ভালবাসা

ঈমানের প্রাণ হচ্ছে রাসুল (সাঃ) এর ভালবাসা। রাসুলের (সাঃ) ভালবাসাহীন ঈমান পূর্তিগন্ধময় দেহাবশেষের ন্যায়। আশপাশের আধ্যাত্মিক পরিবেশ ও রুহানী উন্নয়নের সুযোগ নষ্ট করে। আল্লাহর ভালবাসা প্রাপ্তির প্রথম শর্ত হচ্ছে আল্লাহ প্রেমাস্পদকে ভালবাসা। কারণ, প্রেমিকের প্রেমাস্পদকে ভালবাসা ও হৃদয়ে গ্রহন করে নেয়া প্রেমের অস্তিত্বের প্রমান। রাসুল (সাঃ) বলেন, "যেহেতু আল্লাহ তায়ালা আমাকে ভালবাসেন তাই আমাকে মুহাব্বত কর"।[১২]

রাসুল (সাঃ) এর প্রেমের দৃঢ়তানুযায়ী বান্দার ঈমানের পূর্ণতার মাত্রা নির্ধারণ হয়। প্রিয় রাসুল (সঃ) বলেন, "তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার সন্তান, পিতা-মাতা ও মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় ও কাম্য হই।[১৩]

---

[১০] ১০ নং গান

[১১] قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

[১২] তিরমিযি, খন্ড: ৫, পৃ: ৬৬৪। واحبوني لحب الله اياي

[১৩] لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من

আধ্যাত্মিকতার জগতে হাকীকতে মুহাম্মদী (সাঃ) কে আল্লাহ তায়ালার সাথে রুহানী সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গন্য করা হয়। এবং তার (সাঃ) শাফায়াত আখেরাতে খোদার রহমত প্রাপ্তির একমাত্র ওসিলা। হযরত শাহ সূফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাঃ) বলেন, আমাদের জন্য সুপারিশ করার জন্য নুরে মুহাম্মদী (সাঃ) ছাড়া আর কোন ওসিলা নাই।[১৪]

মুর্শিদের ভালবাসা

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মাইজভাণ্ডারী তরিকায় ঐশী প্রেম সাধনার পুরো চক্রটিই মুর্শিদের ভালবাসা ও আনুগত্যের বৃত্তে কেন্দ্রীভূত। মাইজভাণ্ডারী ভক্ত-আশেকগন মুর্শিদকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রধান ওসিলা হিসেবে বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে এবং বাস্তবে তা যথাসম্ভব মেনেও চলে যে, মুর্শিদের দিকনির্দেশনা মুলতঃ স্বর্গীয় নির্দেশনা। তার সন্তুষ্টি হাকীকতে রাসুলের (সাঃ) সন্তুষ্টি। এবং রাসুল (সাঃ) এর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমেই আল্লাহ সন্তুষ্টি ও ভালবাসা অর্জন সম্ভব।

তাই আমরা দেখি মাইজভাণ্ডারী অধ্যাত্ম সংগীতের বৃহদাংশই মুর্শিদের বন্দনায় নিবেদিত। এই গানগুলোতে সরাসরি আল্লাহর প্রেমের কথা যতটুকু না এসেছে তার চাইতে বেশি এসেছে মুর্শিদের প্রেম ও ভক্তির কথা। এই মুর্শিদের প্রেম ও ভালবাসা খোদাপ্রেমেরই অংশ। এবং অধ্যাত্মবাদের শীর্ষ চূড়ায় আরোহনের প্রথম ধাপ।

যতদিন না চিনিলাম মুর্শিদ কেমন জনরে।
অন্তরে শতেক পর্দ্দা- আছিল আমার রে।।

মোহন মুরতি জ্যোতিঃহৃদে প্রবেশিল যদি।
ঘটপূর্ণ হইল যেন- সূর্য্য প্রবেশিল রে।।[১৫]

হযরত রাসুল (সাঃ) দোয়া করতেন- আল্লাহ! আমাকে আপনার ভালবাসা দান করুন। এবং যে ব্যক্তি আপনাকে ভালবাসে তার ভালবাসা দান করুন। এবং সে বিষয়ের ভালবাসা দান করুন যা আমাকে আপনার ভালবাসার নিকটবর্তী করবে। আপনার ভালবাসাকে আমার কাছে ঠান্ডা পানির চেয়েও অধিক প্রিয় করুন।[১৬]

মুর্শিদ যেহেতু আপন মুরিদকে আল্লাহর ভালবাসার নিকটবর্তি করেন এবং তাকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল হওয়ার আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ দান করেন তাই হাদিসের শিক্ষানুযায়ী আপন মুর্শিদকে ভালবাসা আবশ্যক। পবিত্র হাদীসের আদর্শ অনুসরন করে মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুসারীরা মুর্শিদকে ভালবাসে ও তার আনুগত্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়ার সাধনায় রত থাকে। "তাহারা মোরশেদে কামেলকে খোদা রাসুল হইতে ভিন্ন মনে করে না। বরং ফানাফির রসুল, ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ্ মনে করে। যেমন শব্দের ভিতর অর্থ লুপ্ত এবং অর্থ শব্দ হইতে অবিচ্ছেদ্য, তদ্রূপ অলীয়ে কামেলও আল্লাহ রাসুল হইতে অবিচ্ছেদ্য, বরং অলীগন জাতে বারী তায়ালার মধ্যে মোস্তাগরক্ বা বিভোর চিত্ত।"[১৭]

মাইজভাণ্ডারী তরিকার সাধনমার্গে আপন মুর্শিদের সাথে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জিকিরকালীন সময়ে মুর্শিদের স্মরণের মাধ্যমে এর প্রারম্ভিকা হলেও পর্যায়ক্রমে তা সার্বক্ষনিক স্মরণের স্তরে উন্নীত করতে হয়। এই স্মরণ পদ্ধতি তাসাউফের পরিভাষায় বরযখ, তাসাওউরে শাইখ, রাবেতা নামে পরিচিত। মুর্শিদের বরযখ ধ্যানের গুরুত্ব ও প্রেক্ষাপট মাইজভাণ্ডারী সাধক গায়কদের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিলো। মুর্শিদের স্বরণকে প্রভুর সন্তুষ্টির অর্জনের মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়েছে। তাইতো মাওলানা কাজী সাহাপুরী (রাহঃ) গাইছেন,

শুন আশেকগন - সদায় রাখ মাশুকের স্মরণ।
স্মরণ করলে চরণ মিলে - রাজি হয় নিরঞ্জন।।[১৮]

আপন মুর্শিদের সাথে রাবেতা স্থাপনে সফলতার বিষয়টি সম্পূর্নভাবে মুহাব্বতের উপর নির্ভরশীল। মানব মন যার ভালবাসায় সিক্ত ও প্রীত, তার স্মরণ ও ভাবনাতেই বিভোর থাকে। প্রেমাস্পদের ধ্যান ও কল্পচারনায় তৃপ্ত হয়।

---

[১৪] বাইয়াতের পর প্রদত্ত নসিহত, ধারনকৃত, তারিখ: ২/১২/২০১১

[১৫] রত্ন ভান্ডার ১ম খন্ড, ৩১ নং গান।

[১৬] اللهم ارزقني حبك وحب من احبك وحب ما يقربني الى حبك واجعل حبك احب الي من الماء البارد

[১৭] বেলায়তে মোতলাকা, পৃ: ১১৫

[১৮] রত্ন ভান্ডার ১ম খন্ড, ১৪ নং গান।

ভালবাসার গভীরতাই নির্ধারন করে ধ্যানের মাঝে বিভোর চিত্ততার স্বরূপ। প্রাথমিকভাবে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন ও রুহানী উন্নয়নের ক্ষেত্রে জিকির বা বাহ্যিক ইবাদাতের সংখ্যা বা পরিমানের প্রভাব গৌন। এক্ষেত্রে মুহাব্বাতের তীব্রতার প্রভাবই মুখ্য।

এই জন্য আমরা দেখি যে, মাইজভাণ্ডারী তরিকায় বাইয়াত গ্রহনের পর প্রদত্ত ছবক এর পরিমান অত্যন্ত কম।[১৯] এক্ষেত্রে ভালবাসা ও প্রেমের মাধ্যমে রুহানী সম্পর্ক স্থাপনকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। হাদীস শরীফেও এই নীতির সমর্থন দেখা যায়।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একবার এক সাহাবী রাসুল (সাঃ) এর খেদমতে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, কেয়ামত কখন হবে? তিনি (সাঃ) বললেন, তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি আরয করল, আমি অনেক নামায, রোযা ও সাদকার ভান্ডার গড়ে তুলিনি ঠিক, কিন্তু আমি আল্লাহ ও তার রাসুল (সাঃ) কে ভালবাসি। রাসুল (সাঃ) বললেন, তুমি যাকে মুহাব্বাত কর তার সাথে থাকবে।[২০]

বেখেয়াল মন ইবাদাতে স্থির থাকেনা। প্রভুর সামনে নামাজে দাঁড়িয়েও তার মনে সংসারের চিন্তা ঘুরে। এই বেখেয়াল মনকে স্থির করতে এবং আল্লাহর স্মরণ হৃদয়ে স্থান দেয়ার জন্য হৃদয়কে পরিষ্কার করতে মুর্শিদ এর স্মরণ, আনুগত্য ও ভজন একমাত্র পথ। মাইজভাণ্ডারী সাধকের ভাষায়-

ঠক এবাদত কর, কিসের গর্ব কর মন।
ঠকে কি ঠকাইতে পারে, মহাপ্রভু নিরঞ্জন।।
মস্তকে সজিদা করি - দিলে রাখি বাড়ী ঘর।
হস্ত হেলায় তছবি পড়, স্ত্রী পুত্র বাক্য মন।।

অন্যে ভজি মুর্শিদ ধন - হাদী কর ঠিক মন।
তবে শরীয়ত মতে - ভজ প্রভু নিরঞ্জন।।[২১]

মাইজভাণ্ডারী তরিকায় শুধু মুরিদ মুর্শিদকে ভালবাসেন না। মুর্শিদও তার মুরিদ, আশেক-ভক্তসহ সমগ্র সৃষ্টিকুলকে ভালবাসেন। মাইজভাণ্ডারী দরবার ভালবাসা বিনিময়ের বাজার। এই বাজারে শুধুমাত্র ইশকে ইলাহী সওদা হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কাছেই থাকে ভালবাসা ও প্রেম। এই বাজারে নিখাদ প্রেমেরই দাম বেশী। ক্রেতা বেশে মুর্শিদ নিখাদ প্রেমের বিক্রেতার কাছ থেকেই হৃদয় কিনেন। নিস্কলুষ প্রেমের মালিক আশেকের হৃদ-নিলামের ডাক ক্রেতা বেশে মুর্শিদ উপেক্ষা করতে পারেন না। সাথে সাথেই সাড়া দেন। ভক্তের বিরহের আহাজারী আর প্রেমের চালীতে সাজানো অর্ঘ্যের চুম্বনে হাকীকতে মুহাম্মদী (সাঃ)[২২] এর উত্তরাধিকারী মুর্শিদে কামেলের হৃদ-স্পন্দিত ঐশী প্রেম সাড়া দিতে বাধ্য। হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) একবার গাইছিলেন-

গাউছে মাইজভাণ্ডার মুঝকে শরবত পেলা দো।
তিস্ক গিয়ে দিল্ কো মেরে আজ ভুজা দো।।
ওগো গাউছে মাইজভাণ্ডার! আমাকে (আপনার) শরবত দিন।
আজ আমার প্রাণের তৃষ্ণা মিটিয়ে দিন।।

এর আগে অনেকেই এই গান গেয়েছিলেন। কিন্তু গানের মুর্ছনায় ভবিষ্যত গাউছিয়তের কর্ণধারের এই চাহিদা গাউছুল আজম উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষনাৎ শরবত বানিয়ে ভবিষ্যত উত্তরাধিকারীকে খাওয়ালেন। কিন্তু মাইজভাণ্ডার দরবারতো বিনিময়ের দরবার। তাই নিজেও খেলেন।[২৩] ভবিষ্যত গাউছিয়তের কর্ণধারকেও খাওয়ালেন। তাদের উসিলায় উপস্থিত অন্যরাও এই ফজিলতের ভাগিদার হলো। আমরা হযরত কেবলার প্রতি আশেক ভক্তদের প্রেমের কথা জানি। মাইজভাণ্ডারী ভক্তদের প্রেমের জয়গান গাই। কিন্তু গানে গানে হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) তার মুর্শিদ চরণে ইশকের যে ডাক দিয়েছিলেন, সেই ডাকে হযরত কেবলার (কঃ) প্রেম সাগরে যে তরঙ্গ-উচ্ছাসের বান ডেকেছিলো তার খবর কি আমরা রাখি?

---

[১৯] মাইজভাণ্ডারী তরিকায় বায়াতের পর পীরে তুরিকত মুরীদকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তালকীন দেন। এই জিকির প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর কমপক্ষে ১০ থেকে ১০০ বার আদায় করার নিয়ম। মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার অনুসারীদের অবশ্যই প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হবে। তবে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর জিকির করার সুযোগ ও সময় নাও থাকতে পারে তাই কমপক্ষে যে কোন একটি ওয়াক্তের নামাজের পর জিকির আদায় করতে হবে। কমপক্ষে ১০ বার থেকে ১০০ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যায় জিকির করার অনুমতি আছে। জিকির শেষ হলে দরূদ শরীফ পাঠাতে দেয়া হবে।

[২০] বুখারী, বাবু আলামাত হুব্বিল্লাহ, পৃ: ৪০, খন্ড ৮

[২১] রত্ন ভান্ডার ১ম খন্ড, গান নং ৬

[২২] হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার উম্মতকে বটেই সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়াবান। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, "তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসুল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।" (সুরা তাওবা, ১২৮)। হযরত রাসুল (সাঃ) এর উত্তরাধিকারী মুর্শিদে কামেলগণও উত্তরাধিকারসূত্রে সবার প্রতি দয়াশীল।

হুব্বে ইলাহীর দাবী

রেওয়ায়েতে এসেছে মালাকুল মওত হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জান কবয করার জন্য এলে তিনি (আঃ) বললেন, আপনি কি এমন কোন দোস্তকে দেখেছেন, যে তার বন্ধুর প্রাণ সংহার করে? এর প্রতি উত্তরে আল্লাহ তায়ালা তার কাছে ওহী পাঠালেন, তুমি কি এমন কোন প্রেমিককে দেখেছ, যে তার প্রেমাস্পদের সাক্ষাতকে খারাপ মনে করে? এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মালাকুল মওতকে বললেন, এখন জান কবয করুন।

রাসুল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতকে ভালবাসে, আল্লাহ তায়ালাও তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন।[২৪] সাহাবা কেরাম (রাঃ) সবসময় আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়াকে ভালবাসতেন। কারণ শহীদ হওয়া তাদের কাছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার সমতুল্য ছিল। তাই যখনই তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ডাক দেয়া হতো, তারা বলতেন, মারহাবা! আল্লাহর সাক্ষাৎকে স্বাগতম।

এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, বান্দা যখন আল্লাহ তায়ালাকে সর্বান্তকরণে ভালবাসে তখন তার সমস্ত অস্তিত্ব ও খেয়াল আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহ ছাড়া অন্যকোন বিষয় বা ব্যক্তিতে তার মনোযোগ ও দৃষ্টি পড়েনা। যখন সে বুঝে যে, মৃত্যু তার প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের সিঁড়ি, তখন তার অন্তর সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠার জন্য ব্যকুল হয়ে পড়ে। মৃত্যু তার কাছে ভয় বা আতংকের বিষয় হয় না। বরং পরম আরাধ্য ও আকাংখিত একটি বিষয় হিসেবে গন্য হয়। মাইজভাণ্ডারী গীতিকার রমেশ বলেন-

আমি কি মরণকে ডরি।
আমার বুকের পাটা শক্ত আছে মালিক বাবা মাইজভাণ্ডারী।।
জন্ম মৃত্যুর অধিন যারা তাদের জরুর হুসিয়ারি।
যেই দেশে নাই জন্ম মরণ সেই দেশে মোর বশত বাড়ী।।
……………………………
মোরা কাবায় মোসায়েদা পীর বরজক থাকলে ধরি।
রমেশ বলে আজরাইল এলে খুঁজে পায়না তার কোন বাড়ী।।

হুব্বে ইলাহীর সিঁড়ি জিকরে ইলাহী

পবিত্র হাদীসে এসেছে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় করে, আল্লাহ তার মর্যাদাকে উঁচু করে দেন। আর যে অহংকার করে, আল্লাহ তাকে অবনমিত করে দেন। আর যে বেশী পরিমানে আল্লাহর জিকির করে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন।[২৫]

মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকায় এই জিকিরকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মাইজভাণ্ডারী তরিকায় আধ্যাত্মিক সাধনার পথে ফরয ইবাদাতের পর যে সব সাধন পদ্ধতি অনুসৃত হয় তার মাঝে জিকির, মোখালেফাতে নাফস, তেলাওয়াতে অজুদ, সংযম, ছেমা, তেলাওয়াতে কোরান, দরূদ পাঠ ইত্যাদি অন্যতম। আধ্যাত্মিক উন্নতি, মুর্শিদের রাবেতা অর্জন, আপন অন্তরে খোদাপ্রেম জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে এসব সাধন মাধ্যমে মাঝে জিকিরকে সর্বপ্রথমে রাখা হয়েছে। হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) অধ্যাত্ম সাধনার জগতে এই জিকিরে ইলাহীর ফলাফল বর্ণনায় বলেন, "যদ্দ্বারা মানব দিল বা কলব হইতে অন্য ধ্যান ধারনা দূরীভুত হইয়া, আল্লাহর প্রেমজ ভাব ধারাতে সজাগ ও চেতনা সম্পন্ন হইয় উঠে।"[২৬]

মাইজভাণ্ডারী অধ্যাত্ম সংগীতেও এই জিকিরের প্রভাব ও গুরুত্ব অংকিত হয়েছে নিপুনভাবে। মাওলানা হাদী (রহঃ) বলেন,

দমে দমে জপরে মন- লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।।
ঘটে ঘটে জারি আছে- লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।।
……………………………
সপ্ত রঙ্গি টঙ্গির বিচে- রুহু ধন কামিনী নাচে।
প্রেমেতে বিভোরে জপ- লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।।[২৭]

মাইজভাণ্ডারী তরিকায় মুর্শিদের হাতে বায়াত গ্রহনকালে তরিকতের প্রথম যে ছবক দেয়া হয় তা হলো আল্লাহর জিকির। পরবর্তিতে সাধকের আধ্যাত্মিক স্তর পরিবর্তন হলে জিকিরের ভাষাও পরিবর্তন হয়। তবে সর্বাবস্থায় সর্বস্তরে আল্লাহর জিকিরই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান সোপান ও নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। যেমন, নাফসে আম্মারা স্তরে মুক্তির জিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই স্তরে বান্দার অন্তরে সত্যিকার ঐশী প্রেমবোধ বিরাজ করেনা। বরং এই স্তরে বান্দার কুলবে যে প্রেরণার সৃষ্টি হয় তাকে হযরত দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) (الميل) বা বাসনা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকিরের মাধ্যমে সাধক নাফসে আম্মারার স্তর থেকে মুক্তি লাভ করে নাফসে লাওয়ামার স্তরে উন্নীত হয়। তখন তার হাল ও জিকিরের ভাষাও পরিবর্তন হয়ে যায়। তার অন্তরে খোদাপ্রেমের ঝলওয়া পরিস্ফুটিত হওয়ার দ্বার উন্মোচিত হয়। তিনি খোদাপ্রেমিক হওয়ার দিকে একধাপ এগিয়ে যান। এতে তার জিকিরের ভাষাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। লাওয়ামা স্তরের জিকির; পীরের নির্দেশমতো আল্লাহ- আলীমুন-বাছীরুন-ছামীয়ুন।

লাওয়ামা স্তরের জিকিরের মাধ্যমে নিজেকে পরিশোধন করে সাধক আধ্যাত্মিকতার পরবর্তী স্তরে উন্নীত হয়। এই স্তরের -নাম মুলহেমা। এই স্তরে সাধকের খোদা প্রেমের মাঝে আরও গভীর আবেশের সৃষ্টি হয়। এবং সাধকের রুহানী বা আত্মা জগতে বিচরনের প্রথম দ্বার উন্মোচিত হয়। এই স্তরের জিকির 'হু' (هو) শব্দ। এই জিকিরের মাধ্যমে সাধকের আমিত্ব বিনাশ হয়। মুলহেমা স্তরে 'হু' জিকিরের মাধ্যমে সাধকের অন্তরে 'আমি তোমার-তুমি আমার' এই ঐশী প্রেমজ ভাব জাগ্রত হয়।

মুলহেমা স্তরের পর সাধক মোতমাইন্না এর স্তরে উপনীত হয়। এই স্তরে সাধকের অস্তিত্বে আগে থেকে বিরাজিত ঐশী প্রেম অবয়বতার চূড়ান্তরূপ ধারন করে। মুলহেমা স্তরে সাধকের অন্তরে জাগ্রত ''আমি তোমার-তুমি আমার' ঐশী প্রেমের এই ভাব মোতমাইন্না স্তরে এসে ওয়াসলত বা খোদা মিলন পথের শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছে। তখন মানব স্বত্বা খোদা মিলনের নেয়ামতে প্রাপ্ত হয়ে আপন প্রভুর ইচ্ছায় সন্তুষ্ট হয়। তার প্রকৃতিতে একাগ্রচিত্ততার উন্মেষ ঘটে। একাগ্রচিত্তে তিনি আপন প্রভুর জিকির বা স্বরণে নিয়োজিত হতে সমর্থ হন।

একবার এক সূফী সাধক এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তিনি একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছেন। কান্নার কারণ জানতে চাইলে লোকটি বললো, যে তার প্রেমাস্পদ মারা গেছেন। তাই তার কবরের পাশে বসে তিনি কাঁদছেন। তখন সূফী সাধক বললেন, তুমি এমন ব্যক্তিকে ভালবেসেছ যে মারা যায়। তাই এত কষ্ট পাচ্ছ। তুমি যদি সেই স্বত্বাকে ভালবাসতে যে মারা যায়না তবে আজকে বিচ্ছেদের এই কষ্ট ভোগ করতে হত না।

মোতমাইন্না স্তরে খোদাপন্থচারী তার আপন প্রভুর সাথে প্রেমজ মিলন (وصلة) বা ওয়াসলতের সৌভাগ্য অর্জন করে। আল্লাহ চিরঞ্জীব। তার মৃত্যু নেই। বান্দা এমন এক স্বত্ত্বার ভালবাসা অর্জন করতে পেরেছে যার অন্ত নেই। সে স্বত্ত্বার সাথে প্রেমজ সম্পর্ক স্থাপনের পর বিচ্ছেদের কোন ভয় নেই। তাই এই স্তরে মুহাব্বতের স্থায়িত্বের দিকনির্দেশক সিফাতি জিকির 'ইয়া হাইয়্যো' (يا حي)। হে চিরঞ্জীব!

এই ভাবে আমরা যদি বিশ্লেষন করি তাহলে দেখতে পাব যে, রাজিয়া, মর্জিয়া, কামেলা স্তরেও জিকিরের সাথে খোদা-প্রেমের এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিটি স্তরে ভালবাসার গভীরতা ও দৃঢ়তার পরিবর্তনের সাথে সাথে আল্লাহর জিকিরের ভাষাও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

---

[২৩] হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) শৈশবে খেলার ছলে বাড়ীর আঙ্গিনায় গান গাচ্ছিলেন। "গাউছে মাইজভাণ্ডার, মুজহে সরবত পেলাদো। তিস্কে গিয়ে দেলকো মেরে, আজ ভোজা দো।" এই সময় হযরত আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ভিতরবাড়ীতে তার খলীফাকে বলেছিলেন। হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) গান শুনতে পেয়ে খাদেমকে ডেকে দুধের শরবত বানানোর আদেশ দেন। তারপর তিনি হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ)কে ডাকতে পাঠালেন। হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) লজ্জিত অবস্থায় হযরত আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর সামনে এসে দাঁড়ালে হযরত কেবলা হাসতে হাসতে বললেন, "দাদা ময়না সরবত খাবেন?" হযরত কেবলার সামনে একপাত্র দুধের শরবত দেয়া হয়। প্রথমে তিনি নিজে কিছু শরবত গ্রহন করেন। বাকী শরবত একবার তিনি পান করেন আরকিছু হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ)কে পান করান। বাকী শরবত উপস্থিত অন্যান্যদের মাঝে বন্টন করা হয়। (জীবনী ও কেরামত, পৃ: ১৪০)

[২৪] من احب لقاء الله احب الله لقاءه

[২৫] من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن اكثر ذكر الله احبه الله

[২৬] মূল তত্ত্ব, পৃঃ ১০।

মাকামে হুব্বে ইলাহী

পবিত্র কোরআন ও হাদীসে দুই ধরনের ভালবাসার কথা পাওয়া যায়- আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও আল্লাহর ভালবাসা। রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তির কাছে তিনটি বিষয় থাকবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে। (এক) আল্লাহ ও তদীয় রাসুল (সঃ) তার কাছে সমধিক প্রিয়তর হওয়া। (দুই) কাউকে ভালোবাসলে একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা। (তিন) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন অপছন্দ করে তেমনি কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে অপছন্দ করবে।[২৮]

এসবই উর্ধ্বমুখী ভালবাসা। বান্দা তার প্রভুকে ভালবাসছে। তার কাছে ভালবাসার উসিলায় রহমত প্রত্যাশা করছে। এসবই আল্লাহর জন্য ভালবাসা।

অপরদিকে অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন, "আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের ভালবাসেন।"[২৯] "আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালবাসেন।"[৩০] এই ভালবাসা নিম্নমুখী। এখানে আল্লাহ তার বান্দাকে পছন্দ করছেন। তাকে ভালবাসছেন। এটাও কিছুটা একতরফা। বান্দা ধৈর্য্য ধরেছে। ইহসান করেছে তাই আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালবাসছেন।

আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও আল্লাহর ভালবাসার মাঝে পার্থক্য আছে। হাকীকতের পরিভাষায় বলতে গেলে- আল্লাহ বান্দাকে তার পরিপূর্ণ নেয়ামতের অধিকারী হিসেবে অধিষ্ঠিত দেখতে চান। তাকে মাকামে ইহসানে উন্নীত হয়ে আপন দীদার লাভে প্রত্যাশী হিসেবে চান। প্রভুর নৈকট্য লাভের পথ পরিক্রমায় উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ সোপানে উন্নীত করতে চান। এটা আল্লাহর কুদরতি এরাদা। একটি সিফাত। কিন্তু ক্ষেত্রের ভিন্নতায় প্রকাশ ভঙ্গিও ভিন্ন। বান্দার অবাধ্যতার ক্ষেত্রে এর প্রকাশ 'অসন্তুষ্টি' এর ভঙ্গিতে। সাধারণ মুমিনের সৎ কার্য্যের প্রতিদানমূলক নেয়ামতের ক্ষেত্রে এর নাম রহমত। আর তার বিশেষ বন্ধু; নৈকট্যপ্রাপ্ত পূন্যাত্মাদের নৈকট্যের প্রতিরূপমূলক নেয়ামতের ক্ষেত্রে এর নাম মুহাব্বাত বা ভালোবাসা।

বান্দা ও আল্লাহর মাঝে এই ভালবাসা বিনিময়ের মাকামের রহস্যের সূত্র আল্লাহ ও তার বান্দার পারস্পরিক মিলের মাঝে নিহিত। এই মিলগুলোর কিছু ওলামায়ে কেরাম তাদের লেখনিতে সূত্রবদ্ধ করেছেন। আর কিছু মিল গোপন রয়ে গেছে। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এর ভাষায় এই গোপন মিলগুলোকে সাধারণ্যের বোধের অন্তরালে রাখাই উত্তম। ঐশী প্রেম সাধকরা তাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে নিজ অন্তরের ঐশী আলোকে তা অবলোকন করেন।[৩১]

আল্লাহ তায়ালা হাদীসে কুদসীতে এরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে যাও।[৩২] অর্থ্যাৎ জ্ঞান, সহনশীলতা, অনুগ্রহ, কৃপা, অপরের কল্যাণ, জীবে দয়া ইত্যাদি খোদায়ী সিফাত অর্জন কর। এই খোদায়ী সিফাত নিজ চরিত্রে ধারনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে এবং বান্দা ও তার প্রভুর মাঝে এক ধরনের সামঞ্জস্যতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন বান্দা ধীরে ধীরে ভালবাসা বিনিময়ের মাকামে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

আল্লাহর সাথে বান্দার আরও এক ধরনের সম্পর্ক রয়েছে যা অন্য প্রাণীতো বটেই ফেরেশতাদের মাঝেও দেখা যায়না। এই সম্পর্কের দিকেই ইশারা করে পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে, "তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। (হে রাসুল সাঃ) আপনি বলে দিন- রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ সম্ভূত।"[৩৩]

---

[২৮] বুখারি, কিতাবুল ঈমান।

[২৯] আলে ইমরান ১৪৬ (والله يحب الصابرين)

[৩০] সুরা মায়েদা, ৯৩ (والله يحب المحسنين)

[৩১] ইহইয়া উলুমুদ্দীন, পৃ: ৩১২

[৩২]

[৩৩] ويسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربي

অন্য আয়াতে স্রষ্টা ও তারই সৃষ্টি মানুষের মাঝের বিশেষ সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হচ্ছে- অতঃপর আমি যখন তাকে সুগঠিত করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব।[৩৪]

সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রেমময় মাকাম হচ্ছে, বিনিময়ের মাকাম। যে মাকামে উভয় পক্ষেই সমান জিনিস বিনিময় হবে। সন্তুষ্টি বিনিময় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন, "তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।"[৩৫] জিকির বা পারস্পরিক স্মরণ বিনিময় সম্পর্কে বলছেন, "তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করবো।"[৩৬]

আল্লাহ তায়ালা ভালবাসা বিনিময়ের মাকাম সম্পর্কে বলছেন, "মুমিনগন! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে (তাদের পরিবর্তে) আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। তোমাদের বন্ধুতো আল্লাহ, তার রাসুল ও মুমিনগণ- যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র।"[৩৭]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তিনি তার বাছাই করা কিছু বান্দাকে ভালবাসবেন আর তারাও তাদের প্রভুকে ভালবাসবেন। এটা এক মুখী ভালবাসা নয়। বরং পরস্পরমুখী। নিত্যকে অনিত্য ভালবাসছে। অনিত্য নিত্যকে ভালবাসছে। নিত্য ও অনিত্য দুইটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিপরীতধর্মী সত্তা। এক সত্তা অবিনশ্বর, অন্যটি নশ্বর। এক সত্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্যটি তারই মুখাপেক্ষী। একজন সৃষ্টিকর্তা; মালিক, অপরজন তারই সৃষ্ট; তারই আজ্ঞাধীন। তারপরও এই নিত্য, অবিনশ্বর, স্বয়ংসম্পূর্ণ, সৃষ্টিকর্তা মহাপ্রভু তারই আজ্ঞাধীন ও মুখাপেক্ষী সৃষ্টিকে ভালবাসেন। কারণ তিনি পরম মমতায় নিজ কুদরতি হাতে[৩৮] আপন কুদরতি মশিয়তের ছুরতে[৩৯] তার রহস্যের ধারক[৪০] হিসেবে এই মানব সত্তাকে সৃষ্টি করেছেন। তার পবিত্র জাত সম্পর্কিত প্রথম নুর[৪১]- নুরে মুহাম্মদী (সঃ) কে এই মানব সত্তার অবয়বে ধরাধামে প্রেরণ করেছেন। তাই এই অবয়বের অধিকারী সত্তা আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ। অপরাপর সৃষ্টি এরই সেবায় নিয়োজিত।

আল্লাহর কুদরতি ইচ্ছা তার এই প্রিয় সৃষ্টি তারই দীদার লাভের সাধনায় ব্যাপৃত থাকুক। আপন আত্মাকে সংশোধন ও পরিশোধন পূর্বক ভৌতিক আড়াল মুক্তির মাধ্যমে পরমাত্মার সাথে সম্পর্ক লাভে সমর্থ হোক। স্রষ্টার প্রতি তার আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ হোক ইবাদত ও উবুদিয়তের মাধ্যমে। কিন্তু মানবতা যখন তার স্রষ্টার প্রতি তার দায়িত্ব ভুলে অবাধ্যতার তিমিরে নিমজ্জিত হয় এবং সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠত্বের শরাফত হারিয়ে ফেলে তখন অসন্তুষ্টি ও শাস্তির আবরনে 'মশিয়তে ইলাহী'র প্রকাশ হয়। আর বান্দা যখন পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে তার প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের পথে অগ্রগামী হয় এবং মাকামে ইহসানের স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ লাভ করে তখন আল্লাহ তারই সৃষ্টি-বান্দাকে ভালবাসেন; তারই বন্দনা করেন। তাকে আপন বন্ধুর কাতারে শামিল করেন। ভালবেসে তাকে তার একান্ত নৈকট্যের অধিকারী করেন। এটাই আল্লাহর ভালবাসা। এরই নাম বেলায়াত। এ এমন এক ঐশী ভালবাসার সম্পর্ক যেখানে অন্যদের প্রবেশাধিকারতো দুরের কথা অনুভবেরও সুযোগ নেই। লাহুত ও নাছুতের মাঝে সংযোগস্থল অন্তহীন মহাসাগররূপী বেলায়ত। আর এই বেলায়ত নামী অন্তহীন মহাসাগরকে পূর্ণ করা হয়েছে 'হুব্বে ইলাহী' এর স্বর্গীয় শরাবে।

এই ঐশী প্রেমের বৈশিষ্ট হচ্ছে যে, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে বিশেষভাবে ভালবেসে তার খাছ বন্ধু করে নেন তখন সেই বান্দার মাঝেও ঐশী প্রেমের ছটা পরিলক্ষিত হয়। বান্দাও তখন আল্লাহকে ভালবাসে। বান্দা সকল কিছুর উপর তার বন্ধুর ইচ্ছাকে; বন্ধুর ভালবাসাকে প্রাধান্য দেন। তাদের এই ভালবাসার কোন কানুন নেই; বিনিময়ের চাহিদা নেই। এই ঐশী প্রেমের অনলে আক্রান্ত অন্তরের কোন চিকিৎসা নেই। এর একমাত্র ঔষধ আল্লাহর ভালবাসা। নিজ প্রভুর ইলাহির পরিবর্তে খোদার ওক্ত ইলাহী ছাড়া আর কিছুতে আসক্ত হয়না। হুব্বে ইলাহির মাকামের কাছে জান্নাতের নেয়ামত আর জাহান্নামের ভীতিকেও তুচ্ছ মনে হয়। তাইতো আশেক হাদী (রাহঃ) গাইছেন,

মজেছি তোমার প্রেমে, স্বর্গ সুখে চাহিনা।
কি করিব স্বর্গ সুখে, তোর ভবেতে দিওয়ানা।।
প্রেম মিশামিশি খেলা, খাইব হাশর-বেলা।
তোমার সমা'তে হাদী, ঝাম্প দিব পরওয়ানা।।[৪২]

---

[৩৪] فاذا سويته ونفخت فيه من روحي

[৩৫] সূরা বাইয়্যেনাহ, ৭

[৩৬] সূরা বাকারা, ১৫২

[৩৭] সূরা মায়েদা, ৫৪

[৩৮] আল্লাহ তায়ালা আপন কুদরতি হাতে হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছেন। (সুনান কুবরা, খন্ড: ৯ পৃ: ৯৩

[৩৯] (আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) তার কুদরতি ছুরতে সৃষ্টি করেছেন। (মুসনাদ আহমদ, পৃ: ৫০৬ খন্ড: ১৩

[৪০] (الانسان سري وانا سره)

[৪১] হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসুল্লাহ (সঃ) কে বললাম, আমার মা বাবা আপনার জন্য কোরবান হোক। সবার আগে আল্লাহ তায়ালা যে বস্তু সৃষ্টি তা আমাকে বলুন। তিনি (সঃ) বলেন, জাবের! আল্লাহ তায়ালা সমস্ত কিছুর আগে তার নূর থেকে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। (শরহুল মাওয়াহেব, জুরকানী)

ঐশী প্রেমের ফল

সাধকের অন্তরে যখন আল্লাহর প্রেম জাগ্রত হয় তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালবাসেন। বান্দাকে আল্লাহর ভালবাসার আলামত বিচিত্র রূপে প্রকাশিত হয়। কখনওবা আল্লাহ তায়ালা তার প্রেমিককে সবার সামনে তুলে ধরেন এবং সবার অন্তরে তার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। পবিত্র হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তিনি হযরত জিবরিল (আঃ) কে ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসি। তুমিও তাকে ভালবাস। তখন হযরত জিবরিল (আঃ) ও তাকে ভালবাসে। এরপর উর্ধ্ব জগতে তিনি সবাইকে ডেকে বলেন, আল্লাহ তায়ালা অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসে। তোমরাও তাকে ভালবাসো। তখন আসমানবাসীরা (ফেরেশতা) তাকে ভালবাসে। এবং জমীনে তাকে সবার কাছে গ্রহনযোগ্য করে তোলা হয়। আর যখন আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন তখন তিনি হযরত জিবরিল (আঃ) কে ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে অপছন্দ করি। তুমিও তাকে অপছন্দ কর। তখন হযরত জিবরিল (আঃ) তাকে অপছন্দ করে। এবং আসমানবাসীদেরকে (ফেরেশতা) ডেকে তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা অমুক ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন, তোমরাও তাকে অপছন্দ করো। তখন ফেরেশতারা তাকে অপছন্দ করেন। এবং পৃথিবীতে তাকে অপছন্দনীয় করে তোলা হয়।[৪৩]

আবার কখনওবা আল্লাহ তায়ালা তার প্রেমিককে গোপন করে রাখেন। সাধারণ মানুষ সেই নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে।

কখনওবা আল্লাহ তায়ালা তার প্রেমিককে জনসাধারণের সামনে প্রতিনিয়ত অসম্মান ও কষ্ট দিতে থাকেন। আর খোদাপ্রেমিকও তার প্রভুর এই অদ্ভুত প্রেম খেলায় মেতে উঠেন। এবং নিজেকে সর্বদা সবার সামনে ছোট ও হীন করার প্রয়াসে ব্যস্ত থাকেন। মাইজভাণ্ডারী গানের সুরে প্রেমিক এই অদ্ভুত প্রেম-পরীক্ষার খেলায় প্রেমাস্পদকে আহবান করছে তাকে আরও বেশি কষ্ট দিতে।

রেখেছে চরণ তলে দাবাইয়া কেন দাওনারে।
খড়্গ যে ধরছি গলে, চালাইয়ে কেন দাওনারে।।[৪৪]

এক ব্যক্তি রাসুল (সঃ) এর খেদমতে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আপনাকে মহব্বত করি। তিনি বললেন, তা হলে দারিদ্রতার জন্য প্রস্তুত থাক। লোকটি পুনরায় আরয করল, আমি আল্লাহকে ভালবাসি। তিনি (সঃ) বললেন, তা হলে বিপদাপদের জন্য তৈরি হয়ে যাও।[৪৫]

ঐশী প্রেমের অনলে দগ্ধ সংসার বিরাগী মনের কারনে সমাজে থেকেও সমাজচ্যুত; সকলে দূরে সরে গেছে; অবোধ জনসমাজের অন্যায় ধিক্কারে হৃদ-মন জর্জরিত। মাইজভাণ্ডারী হওয়ার অন্যায্য কলংকের বোঝায় মস্তক আনত। এসব বেদনার কথা বলে মাইজভাণ্ডারী সাধক তার আরাধ্যের চরণে আর্জি দিচ্ছেন আরও ঐশী প্রেম ভিক্ষা দেয়ার জন্য। ঐশী প্রেম-বাণের শরবিদ্ধ প্রেমাস্পদের প্রেমভিক্ষায় ব্যাকুল হাদী (রাহঃ) ভাব-চিত্ততায় গাইছেন-

তুমি বিনে কেহ নাই সকলে ভাবে ভিন।
তোমা ভাবানলে জ্বলি কাটি রাত্রদিন।।
প্রেমাধিনী বৈরাগনী তোমা প্রেমে কলঙ্কিনী।
তুমি যদি ভিন্ন ভাব নহিবের কুদিন।।
হইয়ে প্রেম দুখে বাগী ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগি।
সকলে ধিক্কার দেয় তোমার অধীন।।
যৌবন দানে দিয়ে ভিক্ষা, মন প্রাণ কর রক্ষা।
তুমিতো ভাণ্ডারী পতি হাদী দীন হীন।।[৪৬]

ভালবাসার প্রভাব

ঐশী প্রেমের অনলে সাধকের সমগ্র অস্তিত্ব যখন পুড়ে ছারখার হয়ে যায় তখন তার সমগ্র অস্তিত্বে; প্রতিটি অনুতে ঐশী প্রেমের মুর্ছনা অনুরণিত হয়। খোদাপ্রেমের স্বর্গীয় আলোকচ্ছটায় দীপ্ত হয় তার পুরো স্বত্বা।

হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, একবার আমাদের উস্তাদ হযরত ছিররি ছাকতি (রহঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন। একজন বিজ্ঞ ডাক্তারের খোঁজ পাওয়া গেল। তার কাছে হযরত ছিররি ছাকতি (রহঃ) এর পেশাব পরীক্ষার জন্য নেয়া হয়। তিনি এই পেশাব পরীক্ষা করে বললেন, আমারতো মনে হচ্ছে যে এটা কোন আশেকের পেশাব। একথা শুনে হযরত জোনাইদ বাগদাদী (রহঃ) হতচকিত হয়ে যান। পরে তিনি এই ঘটনাটি হযরত ছিররি ছাকতি (রহঃ) কে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, হুযুর! মানুষের পেশাবের মধ্যেও কি খোদাপ্রেমের আলামত দেখা যায়? তিনি বললেন হ্যাঁ, দেখা যায়।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়দ বলেন, আমি এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে বরফের উপর দাঁড়িয়ে ছিলো। আমি বললাম, তোমার কি ঠান্ডা লাগছে না? সে বলল, যে আল্লাহর ভালবাসায় সদা উষ্ণ থাকে, সে ঠান্ডা অনুভব করেনা।

হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (রহঃ) এর জীবনে দেখা যায় যে তিনি শীতকালে প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যে পুকুরের পানিতে তার শরীর ডুবিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার খাটি প্রেমের স্বাদ পায়, সে স্বাদ তাকে দুনিয়াদারী থেকে বিরত রাখে এবং সমস্ত মানুষ থেকে তাকে দূরে রাখে।

অনেক মাইজভাণ্ডারী সাধকের জীবনাচারে পার্থিব জগত সংসারের প্রতি যে অনাসক্তি ও নির্মোহ ভাব দেখা যায় সেটাও মূলতঃ এই হুব্বে ইলাহীর ফল। হযরত গাউছুল আজম আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) রুহানী বাঁশীর সুরে ভক্তের মন-প্রাণ উচাটন হয়ে ঘর-সংসার ছেড়ে শুধু মুর্শিদের কদমে পড়ে থাকতে মন চায়। এই মোহিনী ডাকের সাড়ায় ভক্তের হৃদ-অর্নবে যে ভাব-তরঙ্গ জাগে তার প্রেম-জলোচ্ছাসের ধাক্কায় ঘর-সংসারের আকর্ষনের বালির বাধ ভেসে যায়। ভক্ত-মন মিনতি করে তাকে এই পার্থিব মায়ার শৃংখল থেকে মুক্তি দিতে, সে তার মুর্শিদের চরণকে আপন হৃদ-মন্দিরের স্বরণ-বেদিতে সর্বক্ষনের জন্য আসন দিয়ে ভক্তির নৈবদ্য দিবে।

সখী তোমায় করি মানা আমার পায়ে বেড়ী দিওনা।
অবলা কামিনীর মনে উঠল প্রেমের তাড়না।।
সাঁঝের বেলা কদম তলা যমুনা পারে।
গাউছ ধনের বাঁশীর সুরে ডাকিল।
বাঁশীর সুরে প্রাণ বিনরে ঘরে রইতে পারিলাম না।।
সেই অবধি সহীতে নারি প্রেম রসিকের তাড়না।।
মিনতি করি গো সখি ছাড়ি দে মোরে।
তিনির পায়ে পড়ি হৃদে মিশাই আনিব তারে।।

---

[৪২] রত্নভান্ডার, গান নং ১৭

[৪৩] ان الله اذا احب عبدا دعا جبريل فقال انى احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض واذا ابغض عبدا دعا جبريل فيقول انى ابغض فلانا فابغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الارض

[৪৪] রত্নভান্ডার ২য় খন্ড, ৫০ নং গান।

অনুরাগের প্রাবল্য

ঐশী ভালবাসা যখন স্থায়ী ও মজবুতভাবে আশেকের হৃদয়ে গেড়ে বসে তখন সাধকের অন্তরে একধরনের প্রবল অনুরাগের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় মাশুকের সাথে সম্পর্কে এক ধরনের সন্তুষ্টি ও খোলাখুলি ভাব সৃষ্টি হয়, যা অনেক সময় বাহ্য দৃষ্টিতে মন্দ মনে হয়। কিন্তু অনুরাগীর পক্ষ থেকে এসব অনুযোগ অভিযোগ আল্লাহর দরবারে গ্রহনযোগ্য।

হযরত মুসা (আঃ) এর সময়ের বরখে আসওয়াদের ঘটনায় এর প্রতিফলন দেখা যায়। মুসা (আঃ) এর সময় সাত বছর পর্যন্ত অনাবৃষ্টি চলছিল। আল্লাহ তায়ালা মুসা (আঃ) এর কাছে অহী পাঠান যে, তিনি যেন বরখ নামক ব্যক্তির মাধ্যমে দোয়া করান। মুসা (আঃ) অনেক খোঁজ করেও তার দেখা পাচ্ছিলেন না। ঘটনাক্রমে একদিন তিনি এই ব্যক্তি দেখা পেয়ে তাকে বৃষ্টির জন্য দোয়া করার অনুরোধ করেন। তখন বরখ নামের এই হাবশি গোলাম অদ্ভুত ভাষায় দোয়া করতে শুরু করেন।

দোয়াতে বলতে লাগলেন, ইলাহী, এটা তোমার কাজ নয়, তোমার হুকুমও নয়। তোমার কি হলো যে অনাবৃষ্টি সৃষ্টি করে রেখেছ? তোমার কাছের নদী-নালা কি শুকিয়ে গেছে? নাকি বাতাস তোমার আনুগত্য স্বীকার করছে না? নাকি গোনাহগারদের প্রতি তোমার ক্রোধ তীব্র হয়েছে? গোনাহগারদের সৃষ্টি করার পূর্বে তুমি কি ক্ষমাশীল ছিলেনা? তুমিইতো রহমত সৃষ্টি করে অনুগ্রহের আদেশ দিয়েছ। এখন কি আমাদেরকে দেখাচ্ছ যে তোমার কাছে কেউ পৌঁছতে পারে না? এভাবে তিনি মোনাজাতে উচিত-অনুচিত কথাবার্তা বলতে লাগলেন। একপর্যায়ে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায়। এরপর বরখ নিজের জায়গায় চলে যান।

পরবর্তী সময়ে মুসা (আঃ) এর সাথে দেখা হলে তিনি বলেন, দেখলেনতো, আমি আমার প্রভুর সাথে কেমন ঝগড়া করলাম। কিন্তু তিনি আমার সাথে ইনসাফ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আঃ) এর কাছে অহী পাঠালেন যে বরখ আমাকে দিনে তিনবার হাসায়।[৪৭]

যে অনুরাগীর স্তরে অবস্থান করে তার পক্ষ থেকে এসব সহ্য করা যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি এই স্তরের ভালবাসা অর্জন না করে কথায় ও কাজে খোদা-অনুরাগীর অনুকরন করার সাহসিকতা দেখায়, সে ধ্বংস হয়ে যায় এবং কুফরীর কাছাকাছি চলে যায়।[৪৮]

আশেক ভক্তদের পক্ষ থেকে অনুরাগধর্মী এই ধরনের প্রেমপূর্ণ অনুযোগ মাইজভাণ্ডারী পরিমন্ডলেও দেখা যায়। হযরত আহমদ উল্লাহ শাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর অনুরাগী তারই খলীফা হযরত বজলুল করিম মন্দাকিনি (রহঃ) প্রেমপূর্ণ অনুযোগের সুরে ভক্তির নৈবদ্যের ডালিতে আপন মুর্শিদের চরণে নিবেদন করছেন-

আমি কি তোমার গোলাম নই, আমি কি তোমার গোলাম নই
হ'লে কেন এই জগতে, এত জ্বালা সই।
তুমি ভবের হর্তা কর্তা, তোমার হাতে সব ক্ষমতা
আর কত সহিব দুঃখ, তোমার চাবাল হই।
তুমি পিতা ছত্রধারি, আমি পুত্র দীন ভিখারী
সরমে মরমে মরি, দুঃখ কারে কই।
যে তোমায় বাবা বলিল, পৈতৃক ধনের অংশ পেল
অকর্ম্মা এ পুত্র তোমার অংশ পেলাম কই।
সবে ধন রত্ন হাতে, আসে তোমার সেবা দিতে
আমি আসি শূন্য হাতে, খালি উদর লই।
আমি তা সইতে পারি, দোহাই মওলা মাইজভাণ্ডারী
করিমরে কৃপা কর, রহিম রহমান হই।

---

[৪৭] ইহইয়া উলুমুদ্দীন পৃ: ৩৪১ খন্ডঃ ৪

[৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪০ খন্ডঃ ৪

উপসংহার

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, খোদা প্রেম সকল মাকামের চূড়ান্ত সীমা এবং সর্বোচ্চ স্তর।[৪৯]

আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে জাহান্নামের ভয় বা জান্নাতের লোভ মুখ্য নয়। বরং আল্লাহর ভালবাসাই মুখ্য। মাইজভাণ্ডারী তরিকায় এই ভালবাসারই চর্চা করা হয়। একদিন হযরত ঈসা (আঃ) তিনজন লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের শরীর ছিল ক্ষীণ ও বিবর্ণ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের এই অবস্থা কেন? তারা বললো, দোযখের আগুনের ভয়ে। তিনি বললেন, যারা ভয় করে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই নিরাপদ রাখবেন।

এরপর, সামনে এগিয়ে আরও কয়েক ব্যক্তির দেখা পেলেন। তাদের দেহ আরও শীর্ণ ও বিবর্ণ। তাদের একই প্রশ্ন করলেন। তারা উত্তরে বললো, জান্নাতের আশায়। তিনি (আঃ) বললেন, তোমরা যা আশা করছ আল্লাহ তা অবশ্যই দান করবেন। এরপর তিনি আর একটু এগিয়ে আর এক দলকে দেখলেন। তাদের মুখমন্ডলে স্বর্গীয় আভা বিরাজ করছিলো। তিনি (আঃ) তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা উত্তরে বললো, আমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাসি। তিনি (আঃ) বললেন, তোমরাই নৈকট্যশীল। তোমরাই নৈকট্যশীল।

মাইজভাণ্ডারী তরিকা ঐশী প্রেম মিশ্রিত এবাদাতে উৎসাহ দেয়। এই তরিকা প্রেমের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসুলের (সঃ) সন্তুষ্টি অর্জনের উপর গুরুত্ব দেয়। মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার অনুসারীদের সকল কিছুর উপরে আল্লাহ ও রাসুল (সঃ) এর অনুসরন ও ভালবাসাকে প্রাধান্য দেয়ার শিক্ষা ও দীক্ষা দেয়া হয়। ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি 'প্রেমময় মানুষ' আর মানবতার কল্যাণই এই ত্বরিকার অনুপম বৈশিষ্ট্য।

মানুষ যখন সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ও রাসুলকে ভালবাসে, তখন তার অন্তরে বিশ্ব-মানবতার জন্যও ভালবাসার জন্ম নেয়। নিষ্ঠুরতা তিনি করতে পারেন না। তিনি অন্যের সুখে সুখী হন। অন্যের দুঃখে দুঃখী হন। খোদা-প্রেমের ছোঁয়ায় ধর্ম পালনে সজীবতা আসে। এই সজীব প্রাণোচ্ছল ধর্মের পরশে মানবতার মাঝেও নতুন প্রাণের ছোঁয়া লাগে।

ধর্মের আবরনে আমরা যে নিষ্ঠুরতা দেখি তা মুলত রসকসহীন শুষ্ক ধর্মনীতিরই ফল। এই ধর্ম পালনে খোদা-প্রেমের কোন ছোঁয়াছ নেই। এই ধর্ম নিষ্ঠুর। এই ধর্ম অন্ধ। এর মাঝে কোন প্রাণের সাড়া নেই। এই মৃত ধর্ম সমাজকে সঠিক পথের দিশা দেয়না। বরং এই ধর্ম মানব সমাজে হানাহানির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আর তাই মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রেমবাদে দীক্ষিত দৈহিক সত্বাগুলো নিজের জন্য যেমন মঙ্গলময় ও সৃজনশীল তেমনি তা ধর্ম, পরিবার, দেশ, জাতি ও বিশ্ব-মানবতার জন্যও কল্যাণময় ও সৃজনশীল। কবিয়াল রমেশ বলেন,

"তোমার নামের খেয়ে মধু
কুল ছাড়িল কুল বধু
অসাধু হইল সাধু
প্রেমেতে তোমার।"

সমাপ্ত

গ্রন্থসূত্র

আবু হামেদ গাজ্জালী, *ইহইয়া উলুমিদ্দিন*, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৯৯৮।

আহমদ বিন হাম্বল, *মুসনাদ*, মুআছছাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ২০০১

আবু বকর বিন আবি শায়বা, *মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা*, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, ১৪০৯ হিঃ।

আবু তালেব মক্কি, *কুওয়াতুল কুলুব*, দার কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

ইসাম মুহাম্মদ মুছা, *আল হুব্বুল ইলাহী ওয়াল ফানা বাইনা গাজ্জালী ওয়া ইবনে তাইমিয়্যা*, মাকতাবাতু ছিকাফা দিনিয়্যা, কায়রো, ২০০৬।

ঈসা আবদুল কাদের, *হাকায়েক আন তাসাউফ*, দারুল ইরফান, হালব (সিরিয়া), ১৯৯৩।

মুহাম্মদ জাকি ইবরাহিম, *উসুলুল বুসুল*, দার নোবার, কায়রো, ২০০৫।

মুহাম্মদ বিন ইসমাইল, *সাহীহ মুসলিম*, দার ইহইয়া তুরাছ আল আরবী, বৈরুত (লেবানন) ২০০১।

মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, *সাহীহ বুখারী*, দার তুকুন নাজাহ, কায়রো, ১৪২২ হিজরি।

মুহাম্মদ বিন ঈসা, *সুনান তিরমীযি*, মাকতাবাতু মুস্তাফা আল হালাবী, কায়রো, ১৯৯৮।

মহি উদ্দীন ইবনুল আরাবী, *ফছুছুল হেকম*, দারুল কুতুবুল আরাবী, বৈরুত।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ), *গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কারামত*, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম ১৯৬৭।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ), *বেলায়তে মোতলাকা*, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, তৃতীয় সংস্করণ, চট্টগ্রাম ১৯৭৪।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ), *মূল তত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার*, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, পঞ্চম সংস্করণ, চট্টগ্রাম ২০১১।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ), *মানব সভ্যতা*, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৮।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহঃ), *মুসলিম আচার ধর্ম*, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ২০০৮।